রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে বহুজাতিক কোম্পানির কর ফাঁকির কৌশল রোধ করতে হবে

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে দূর্বল কর আদায় ব্যবস্থাপনা এবং অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যার একটি বড় অংশ দখল করে আছে বহুজাতিক কোম্পনী কর্তৃক কর গোপন বা Tax evation by Multi National Companies (MNCs) করার মাধ্যমে। বহুজাতিক কোম্পনীগুলো এসকল অর্থ বিভিন্ন পন্থায় Transfer Pricing বা Profit Shifting এর মাধ্যমে তাদের প্রধান কার্যালয় বা তাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গুলোতে বা করস্বর্গ নামে পরিচিত, সেসকল দেশে স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুজাতিক কোম্পনী কর্তৃক কর গোপনের পরিমান কত তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন ফলপ্রসূ গবেষনা পরিচালিত হয়নি। সরকার এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিলে প্রত্যক্ষ করের আদায়ের হার যেমন বেড়ে যাবে তেমনি পরোক্ষ করের অযাচিত চার্জ হতে সাধারন জনগন মুক্তি পেত। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে রাজস্ব আদায়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে পরোক্ষ কর হতে যার একটি অন্যতম পন্থা হচ্ছে ভ্যাট।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগনের গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিমান মোট জিডিপি'র শতকরা ৪৮ ভাগ হতে ৮৪ ভাগ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী থেকে সরকার আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহ বিশেষ করে কাংখিত রাজস্ব আদায় করতে পারে না, যে কারনে প্রতি বছর বাজেট ঘাটতি ও ঋণের মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এক্ষেত্রে যদি অপ্রদর্শিত অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বিশেষ করে Multi National Companies (MNCs) কর্তৃক রাজস্ব গোপন নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি অন্যদিকে উম্মোচিত অর্থনীতির কারনে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় হারও কাংখিত পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে। এ কর্মকান্ডের প্রভাবে সরকারের ঘাটতি বাজেটের আশংকা হ্রাস পাবে এবং পাশাপাশি দেশী-বিদেশী ঋণ গ্রহনের ঝুঁকিও কমতে পারে।

রাজস্ব আদায়ে খাতওয়ারী অবদান

অর্থবছর	আনুপাতিক হার %	
	প্রতক্ষ্য কর	পরোক্ষ কর
১৯৯১-৯২	১৮%	৮২%
১৯৯৪-৯৫	১৪%	৮৬%
২০০০-২০০১	১৯.৪%	৮০.৫৬%
২০০৪-২০০৫	১৯.৪৯%	৮০.৫১%
২০০৮-২০০৯	২৭.১৭ %	৭২.৮৩%
২০০৯-২০১০	২৮.০৯%	৭১.৯%
২০১০-২০১১	২৯.৪৯%	৭০.৫১%
২০১১-২০১২	২৪.৪২%	৭৫.৫৮%

তথ্য সুত্রঃ এনবিআর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১

২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কিভাবে Transfer Pricing বা Profit Shifting করে থাকে

সাধারণত, ট্রান্সফার প্রাইসিং তখনই ঘটে যখন একটি কোম্পানি তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আয় অন্য দেশে বা অঞ্চলে অবস্থিত নিজ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করে, যে কোম্পানিটি তার অধীনস্ত বা যে কোম্পানির সাথে তার কোনও না কোনও প্রকার স্বার্থ জড়িত আছে। এটি আরও নানা প্রকারে ঘটতে পারে, যখন কোনও কোম্পানি তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা মাদার কোম্পানিকে নিয়মিত প্রদেয় অর্থ বা মুনাফা হস্তান্তর করে, বা যখন তারা নিজেদের মধ্যে পণ্য বা সেবা বিনিময়ের সময় কম বা বেশি মূল্য দেখায়। ট্রান্সফার প্রাইসিং এবং মূলধন পাচারের (ক্যাপিটাল ফ্লাইট) ঘটনা বেশি ঘটে যখন মুদ্রা বিনিময়ের হার অস্থিতিশীল থাকে। এটি সবচেয়ে বেশি সুযোগ নেয় যখন কোনও দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে কিংবা মুদ্রা বিনিময় হারে বিপর্যয় ঘটে। কোন কোন কোম্পনী তাদের এই অর্থ কর-স্বর্গ (যেসকল দেশে কোন কর দিতে হয় না বা সমান্য কর দিতে হয়) নামে পরিচিত বিভিন্ন দেশের ব্যাংক গুলোতে বেশি সুবিধা লাভের আশায়ও স্থানান্তর করে থাকে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠান 'ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক' (টিজেএন) গত ৭ নভেম্বর, ২০১৩ ইং Financial Secrecy Index (FSI)-2013 নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে ৮২টি দেশের আর্থিক গোপনীয়তা রক্ষায় দেশগুলোর ভূমিকা তুলে ধরা হয়। এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ গুলো বিশেষ করে OECD (Orgnization for Economic Cooperation Development) দেশ সমূহ কিভাবে বিভিন্ন দেশ হতে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে নিজ দেশে বা তাদের আঞ্চলিক দেশ সমূহে অর্থ স্থানান্তর করে ঐ সকল দেশ সমূহের সামগ্রীক অর্থনীতিকে দূর্বল এবং ঋণ গ্রস্থ করে তুলছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা। এসংক্রান্ত FSI-2013 রিপোর্ট অনুযায়ী কয়েকটি দেশের অর্থ গোনীয়তার সূচক এবং আর্থিক স্বচ্ছতার তথ্য শতকরা হারে প্রকাশ করা হলো।

দেশের নাম	FSI সূচক	আর্থিক স্বচ্ছতা
সুইজারল্যান্ড	৭৮%	২২%
যুক্তরাজ্য	৪০%	৬০%
কেম্যান আইল্যান্ড (যুক্তরাজ্য)	৭০%	৩০%
বৃটিশ ভারজিন আইল্যান্ড	৬৬%	৩৪%
সিঙ্গাপুর	৭০%	৩০%
যুক্তরাষ্ট্র	৫৮%	৪২%
জার্সি (যুক্তরাজ্য)	৭৫%	২৫%
মালয়েশিয়া (লাবুয়ান)	৮০%	২০%
কানাডা	৫৪%	৪৬%
অস্ট্রিয়া	৬৪%	৩৬%
আরব আমিরাত (দুবাই)	৭৯%	২১%
জাপান	৬১%	৩৯%

উল্লিখিত টেবিল হতে দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশসমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন দেশ বা অঞ্চল সমূহে অর্থনৈতিক তথ্য গোপন রাখার হার সবচেয়ে বেশি এবং পক্ষান্তরে আর্থিক স্বচ্ছতার হার তুলনা মূলক ভাবে কম। **রিপোর্টে আরেও বলা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন গোপনীয় অঞ্চলে ব্যক্তি/প্রকিষ্ঠান মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমান ২১ হতে ৩২ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি), যারা অবৈধ ভাবে কর গোপন করে বা নাম মাত্র কর দিয়ে থাকে। ১৯৭০ সালের পর থেকে শুধু মাত্র আফ্রিকা থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার হয়েছে এবং এর বিপরীতে দেশটির মোট ঋণের পরিমান মাত্র ১৯০ বিলিয়ন ডলার (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) যা ঐ পাচারকৃত অর্থের কাছে খুবই নগন্ন এবং এর ফলে আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রস্থ দেশে পরিনত হয়েছে**। এই অর্থগুলো শুধুমাত্র কিছু ধনী ব্যক্তিদের

থ্রি-জি তরঙ্গ নিলামের নামে প্রহসন
বহুজাতিক কোম্পানির কাছে নতি স্বীকার? নাকি পাতানো খেলা?

ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩: ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি) গতকাল ঢাকায় বিটিআরসি'র ডাকা থ্রি-জি তরঙ্গের নিলামের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা এ বিষয়ে অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ ও জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। ইক্যুইটিবিডি নেতৃবৃন্দ এই থ্রি-জি নিলামকে কে প্রতিযোগিতামুক্ত করে অতি অল্প মূল্যে জনগণের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার জন্য ফোন কোম্পানিগুলোর নিজেদের মধ্যে সিন্ডিকেট করা এবং সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার নিন্দা জ্ঞাপন করছে। কারণ, এর ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইক্যুইটিবিডি এই নিলামকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে সরকারের নতি স্বীকার অথবা পাতানো খেলা বলে সন্দেহ করছে।

ইক্যুইটিবিডি'র প্রধান সঞ্চালক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বিগত কয়েক মাস যাবত বাংলাদেশের মোবাইল ফোন কোম্পানি ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে কলের উপর ধার্যকৃত ভ্যাট ১৫% থেকে কমিয়ে ৫%-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। এমনকি তারা, থ্রি-জি নিলামে অন্য কোনও বিদেশি কোম্পানি অংশগ্রহণ করতে পারবে না- এ শর্তেও সরকারকে রাজি হতে বাধ্য করেছে। অথচ লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, গ্রামীণ-রবি-বাংলালিংক-এয়ারটেলের পেছনে টেলিনর (নরওয়ে), ওরাসকম (মিসর), সিংটেল (সিংগাপুর) এবং এয়ারটেল (ভারত) ইত্যাদির মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই ব্যবসা করছে এবং লাভের বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকার ডব্লিউটিও-র যে মুক্ত ও সমান প্রতিযোগিতার নীতির কথা বলে থাকে, তা এখানে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

ইক্যুইটিবিডি'র ট্যাক্স জাস্টিস ক্যাম্পেইন কোঅর্ডিনেটর আহসানুল করিম বলেন, ফোন কোম্পানিগুলো কলারদের কাছ থেকে ভ্যাটের টাকা নগদ কেটে নিলেও আমাদের সন্দেহ আছে তারা সরকারকে সেই ভ্যাট ঠিকমতো পরিশোধ করে কিনা। তারা ঠিকমত রাজস্ব প্রদান করলে সরকারের সর্বোচ্চ করদাতার তালিকায় তাদের নাম নাই কেন? যেখানে মাঝারি মানের দেশী কোম্পানি করদাতাদের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে। আহসানুল করিম বলেন, এই ফোন কোম্পানিগুলো ঠিকমতো ট্যাক্স প্রদান করে কি না এ ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনসমক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ করা উচিত। তিনি আরোও বলেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের নামে সরকারী মোবাইল কোম্পানি টেলিটককে বিকশিত হতে দেয়া হয়নি।

ইক্যুইটিবিডি'র নীতি গবেষণা সমন্বয়ক বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন, ভারতে থ্রি-জি নিলামে সময় লেগেছে ৩৪ দিন এবং সেখানে তুমুল প্রতিযোগিতার কারণে সরকারের প্রত্যাশিত আয় সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার হলেও প্রকৃতপক্ষে আয় হয়েছে ১১ বিলিয়ন ডলার। অথচ বাংলাদেশে থ্রি-জি নিলামে সময় লেগেছে মাত্র ১ ঘণ্টা। ভিত্তিমূল্য হিসাবে থ্রি-জি তরঙ্গ থেকে বাংলাদেশ সরকারের ৮০০ মিলিয়ন ডলার আয় করার প্রত্যাশা থাকলেও কোম্পানিগুলোর যোগসাজশ ও প্রতিযোগিতাবিহীন নিলামের কারণে আয় হয়েছে মাত্র ৫১৫ মিলিয়ন ডলার।

হাতে গচ্ছিত আছে অথচ এর ঋণ ভার বহন করছে গোটা আফ্রিকার জনগন। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন দ্বীপে অখ্যাত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে লন্ডন, নিউইয়র্ক ও জেনেভার মতো উন্নত বিশ্বের রাজধানীতে অবস্থিত বিশ্বের বড় বড় ব্যাংক, আইনি প্রতিষ্ঠান ও হিসাব রক্ষন প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর থেকেই এই ধরনের অর্থ পাচারকে উৎসাহিত করা হয়। এভাবে বিভিন্ন দেশের ধনীরা কর ফাকি দিচ্ছে আর গরীব মানুষ ঋণের বোঝা টানছে।

৩. বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্নাইডার বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২০১০ সালের জুলাই মাসে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর "Shadow Economies All Over the World : New Estimates for 162 Countries from 1999-2007'' নামে একটি প্রতিবেদন প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছায়া অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে মূলত কর কাঠামোর অব্যবস্থার কারনে এবং এর ফলে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির বাইরে চলে যায়। নিম্নে তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কি হারে অপ্রদর্শিত/ছায়া অর্থনীতি বিদ্যমান তার একটি তালিকা দেয়া হলো,

- মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পরবর্তি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন, ২০১১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থনৈক কার্যক্রমের সর্বোচ্চ হার মোট জিডিপি'র ৮৪% এবং সর্বনিম্ন হার জিডিপি'র ৪৮%। **সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারকে বিবেচনা করলে ২০১১ অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির পরিমান দাড়ায় টাকা ৭,৬৮৪ বিলিয়ন এবং তার পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১০ অর্থবছরে দাড়ায় টাকা ৬,৬২০ বিলিয়ন**।

- Global Financial Integrity (GFI) এর ২০১২ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ সাল হতে পরবর্তি ১০বছরে বাংলাদেশ হতে **প্রায় ১৪.০৫৯ বিলিয়ন ইউএসডি বা ১,১২,৪৭২ কোটি টাকা বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। পাচাকৃত এই অর্থ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার সমান এবং ৫৫হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) দ্বিগুনের বেশি। এতে করে সরকার প্রতিবছর প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে**।

বছর	জাতীয় অর্থনীতিতে ছায়া অর্থনীতির হার
২০০০-২০০১	৩৫.৭%
২০০১-২০০২	৩৫.৫%
২০০২-২০০৩	৩৫.৬%
২০০৩-২০০৪	৩৫.৭%
২০০৪-২০০৫	৩৬%
২০০৫-২০০৬	৩৬.৭%
২০০৭-২০০৮	৩৭%

- যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান "ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক" তাদের একটি গবেষনায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৭৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে (৩৪ বছরে) বাংলাদেশ হতে প্রায় ১,৯৭,৬০০ কোটি টাকা বিদেশে সরিয়ে নিয়ে করের সুখস্বর্গ হিসেবে পরিচিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে হচ্চিত রাখা হয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের চেয়েও বেশি। এতে দেখা যায়, ২০০০ সাল পর্যন্ত অন্তত ১৮১০ কোটি ডলার (১,৪৪,৮০০ কোটি টাকা) সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর পরের ১০ বছরে সরানো হয়েছে ৬৬০ কোটি ডলার (৫২,৮০০ কোটি টাকা)। প্রতিবেদনে দেখা যায়, **বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া আর্থিক সম্পদ বা পুঁজি ২০১০ সালের দেশের বিদেশি ঋনের প্রায় ৯৯ শতাংশ** (*প্রথম আলো ঃ* ২৬/৭/২০১২)।

৪. বাংলাদেশে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর গোপন

ক) চার সেলফোন অপারেটরের ৩,১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি, *[বনিকবার্তা, ০৮/০১/২০১৪]*

দেশের শীর্ষ চার সেলফোন অপারেটর সিম রিপ্লেসমেন্টের নামে নতুন সিম বিক্রি করে প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন (বিটিআরসি) এর বিশেষ তদন্ত কমিটি গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩ইং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে,

- **গ্রামীনফোন** নতুন গ্রাহকের কাছে সিম বিক্রি করলেও তাকে রিপ্লেসমেন্ট দেখিয়ে ১ হাজার ৫৬২ কোটি ২৯ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। এনবিআরের কাছে দেয়া তথ্য অনুসারে, ২০০৭ সালের জুলাই থেকে ২০১১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ কোটি ৩৪ লাখ ৫৮ হাজার ৩৫৪টি সিম রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে এবং এসব সিমের বিপরীতে সম্পূরক শুল্ক বাবদ ৩৫ শতাংশ এবং ভ্যাট বাবদ ১৫ শতাংশ শুল্ক ফাকি দেয়া হয়েছে।
- **বাংলালিংক** কর্তৃক ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০১১-এর মার্চ পর্যন্ত ২৭ লাখ ৫৮ হাজার সিম রিপে-সমেন্ট দেখানো হয়েছে। এতে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ ৭৬২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা।
- **রবি** এ বিষয়ে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ ৬৪৭ কোটি ২৪ লাখ টাকা। ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ২০১১-এর জুন পর্যন্ত ৫২ লাখ ৬১ হাজার ৫৪১টি সিম রিপ্লেসমেন্টের নামে নতুন গ্রাহকের কাছে সিম বিক্রি করে এ অর্থ ফাঁকি দেয়া হয়েছে।
- **এয়ারটেল** ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১১-এর জুন পর্যন্ত সময়ে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৭৮৩টি সিম রিপ্লেসমেন্ট করে, যার রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ ৩৯ কোটি ১২ লাখ টাকা।

কোন কারনে ফোন বা সিম হারিয়ে গেলে বা নস্ট হয়ে গেলে সংযোগ অপরিবর্তিত রেখে গ্রাহক সিম বদলে নিতে পারেন এবং এর জন্য কোন রাজস্ব দিতে হয়না। অর্থাৎ প্রথম যিনি সিম কিনবেন, তিনিই শুধু সুযোগটি পাবেন। ভিন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু গ্রামীনফোন, বাংলালিংক, রবি এবং এয়ারটেল হারানো সিম প্রথম গ্রাহকের নামে ইস্যু না করে পরিবর্তিত গ্রাহককে একই নম্বরের সিম দিয়েছে। এতে নতুন গ্রাহক তৈরি হলেও সেলফোন অপারেটররা তার জন্য কোন রাজস্ব দেয়নি।

খ) ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ (বিএটিবি) এর ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি,

[বনিকবার্তা, ০৯/০১/২০১৪]

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড (বিএটিবি) তাদের দুটি ব্র্যান্ডের সিগারেটের মূল্যস্তরে অসত্য ঘোষণা দিয়ে মোট ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিএটিবি ব্রিস্টল ও পাইলট ব্র্যান্ডের সিগারেটে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মূল্যস্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। প্রতিষ্ঠানটি মধ্যম স্তরের ব্র্যান্ডের সিগারেটকে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে নিম্নস্তরের বলে চালিয়ে দেয়।

এনবিআরের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, ব্রিস্টল ও পাইলট সিগারেটে যে কাগজ, তামাক ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়, তা মধ্যম মূল্যস্তরের হলেও নিম্ন মূল্যস্তরের ঘোষণা দিয়ে বিএটিবি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্ব ফাঁকি দেয়। অথচ প্রতিষ্ঠানটির মধ্যম মূল্যস্তরের সিজার সিগারেটে ব্রিস্টলের মতো একই উপকরণ ব্যবহার করা হয়। আবার সিজারের তুলনায় ব্রিস্টলের উৎপাদন খরচও কম দেখানো হয়েছে। এ ধরনের নানা কৌশল অবলম্বনে ব্রিস্টল ও পাইলটের মূল্যস্তর নির্ধারণে রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়।

গ) শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বারবার ধরা পড়ছে গ্রামীন ফোন

টেলিযোগাযোগ পণ্য আমদানিতে গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে কয়েক দফা রাজস্ব ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছে শুল্ক কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ উচ্চ শুল্কের এইচএস কোডের পণ্য নিম্ন শুল্কের এইচএস কোডে আমদানির মাধ্যমে এ শুল্ক ফাকি দেযা হয়। এরই অংশ হিসেবে গ্রামীণফোন দেশের কোনো শুল্ক স্টেশন থেকে আমদানি পণ্য ছাড় করাতে পারবে না বলে ২০২ ধারা জারি করা হয় ।

১) পর্যালোচনায় দেখা যায় গ্রামীণফোন পণ্য হিসেবে "ডিসি ভেন্টিলেশন সিস্টেম ফর মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি" ঘোষণা দিয়ে এইচএস কোড ৮৪১৪.৫৯.২০ (শুল্ক-৩ ও এটিভি ৪ শতাংশ) শ্রেণীবিন্যাস করে শুল্কায়ন করা হয় এবং বন্দর থেকে তা ছাড়িয়েও নেয়া হয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষ পরে চালানটিতে বিল অব এন্ট্রি খালাস-উত্তর নিরীক্ষা করে এবং তাতে দেখা যায়, আমদানি পণ্য এইচএস কোড ৮৪১৪.৫৯.৯০ (শুল্কহার ২৫%+ ৫%+১৫%+ অন্যান্য করাদি) শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য এবং পণ্যের চালানটি পুনরায় শুল্কায়ন করে ফাঁকি দেয়া রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় ১ কোটি ২৭ লাখ ৫০ হাজার ৪০৭ টাকা।
[বনিক বার্তা, ১৬-০১-২০১৪]

২) ২০১২ সালের এপ্রিলে আমদানি করা "হার্ডওয়্যার ফর বেইজ স্টেশন কন্ট্রোলার ৬৯০০" (টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি) চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছাড়িয়ে নেয় গ্রামীণফোন। অথচ আমদানি দলিলাদিতে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল কম শুল্কের টেলিগ্রাফিক স্যুইচিং অ্যাপারেটাস। পরে চালানটির পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট করে দেখা যায়, প্রকৃত এইচএস কোডে শুল্কায়ন না করে তাতে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শুল্ক ফাঁকি দেয়া হয়েছে।

একই বছর আমদানি করা আরেকটি চালানে (সি-৮৬৯২৮) "ট্রান্সমিটিং অ্যান্ড রিসিভিং অ্যাপারেটাস" কে প্রকৃত এইচএস কোডে শুল্কায়ন না করায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ৭ কোটি ১৯ লাখ টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ আনা হয়। এইচএস কোড ৮৫১৭.৬২.১০-এর ঘোষণা দিয়ে মাত্র ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা রাজস্ব পরিশোধ করেই সে সময় চালানটি ছাড় করিয়ে নেয় গ্রামীণফোন।

একইভাবে ওই বছর টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতির অন্য একটি চালানে (সি-৫৯৬৩৫) ফাঁকি দেয়া হয় ৫ কোটি ৪২ লাখ ৭ হাজার টাকা। ওই রাজস্ব পরিশোধে গ্রামীণফোনের বিরুদ্ধে দাবিনামাও জারি করে শুল্ক কর্তৃপক্ষ। পণ্যের চালানটিতে মাত্র ১ কোটি ৭৯ লাখ ৫৮ হাজার টাকার রাজস্ব পরিশোধ করে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য খালাস করে নেয় প্রতিষ্ঠানটি।
[বনিক বার্তা, ০৫-০১-২০১৪]

ঘ) পিপিপি প্রকল্পে শূন্য শুল্কে বিলাসবহুল গাড়ি,

[বনিকবার্তা, ০৪/০২/২০১৪]

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) প্রকল্পে শূন্য শুল্কে বিলাসবহুল গাড়ি আমদানির সুযোগ দিয়েছে সরকার। মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ওরিয়ন গ্রুপ প্রকল্পের কাজ দেখিয়ে বিশেষ শুল্ক সুবিধায় পাঁচটি গাড়ি আমদানি করে। এর মধ্যে দুটি মার্সিডিজ বেঞ্জ, দুটি জিপ ও একটি পাজেরো রয়েছে। শূন্য শুল্কের সুযোগে প্রকল্পের নামে আরো ১৫টি গাড়ি আমদানি করে ওরিয়ন, যার মধ্যে রয়েছে মার্সিডিজ বেঞ্জ, টয়োটা প্রাডো, ল্যান্ড ক্রুজারের মতো বিলাসবহুল গাড়ি অথচ ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ ৮০ শতাংশ শেষ, বাকি কাজ ছয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) অনুমোদনও নেয়া হয়নি। প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বিলাসবহুল গাড়ি আমদানির শুল্কমুক্ত সুবিধার একটি মন্দ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে, যা এ ধরনের সুবিধাকে আরো উৎসাহিত করবে, প্রক্ষান্তরে এটি সরকারের রাজস্ব আয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

বিলাসবহুল গাড়ি আমদানির বিশেষ শুল্ক সুবিধা যে ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে, সেখানেই রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ঘটেছে। এর আগে কূটনৈতিক প্রাধিকারে (কারনেট) কয়েকশ গাড়ি আমদানির পর তা বিক্রি করে দেয়া হয়। কিন্তু এনবিআরের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি। সংসদ সদস্যরাও শুল্ক সুবিধা নিয়ে শত শত কোটি টাকার গাড়ি এনেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোরও অপব্যবহার হয়েছে।

৫. কর গোপন করা এবং অবৈধ অর্থ স্থানান্তর বন্ধে আমাদের কিছু সুপারিশ

(১) Transfer Pricing এর অপব্যবহার করে MNCs গুলো বেআইনি সম্পদ/অর্থ স্থানান্তর বন্ধে কার্যকরি আইন প্রনয়ন করা।

(২) তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।

(৩) নিরীক্ষা ফার্ম গুলোকে আরোওবেশী জবাবদিহি এবং ভুল তেথ্যের জন্য আইনের আওতায় আনা যেতে পারে।

(৪) ব্যবসা এবং কর্মস্থলে নগদ অর্থের ব্যবহার বা লেনদেন বন্ধ করা যেতে পারে।

(৫) তথ্য আইন পর্যালোচনা করতে হবে এবং বহুজাতিক কোম্পনগুলোর আয়-ব্যয় ও সম্পদ স্থানান্তরের তথ্য প্রদান করতে হবে।

(৬) সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার করা যেতে পারে

(৭) অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বন্ধকরনে zero tolerance সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

(৮) রাজস্ব বিভাগে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন করা যাতে করে আন্তর্জাতিক ট্যাক্স বিষয় নিয়ে দক্ষতার সহিত কাজ করতে পারে।

(৯) রাজস্ব বিভাগের সংস্কার তথা দুর্নীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

(১০) কর কর্মকর্তাদের কোম্পনী গুলোর ব্যাংক একাউন্ট ও সংশ্লিষ্ট সফটওয়ারে একসেস থাকতে হবে।

(১১) সুবিধাভোগীরা যাতে কোন সুবিধা নিতে না পারে সেজন্য আইনের বিভিন্ন দুর্বল পথগুলো বন্ধ করা যেতে পারে।

৬. পরিশিষ্ট

পরিশেষে বলা যায় বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক কর গোপন করা সমস্যাটি বাংলাদেশে চরম আকার ধারণ যখন নব্বই দশকের শুরুর দিকে টেলিকম খাতটি খুলে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সরকারের দুর্বল তত্ত্বাবধানের কথা সুবিদিত, বিশেষ করে এই সব কোম্পানির আর্থিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সরকার বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল ছিল না। শুধু টেলিকম খাতের কথা আলাদা করে বলার কিছু নাই, বরং বহুদিন যাবত অনেক নামী দামী বহুজাতিক কোম্পানিও এর চর্চা করে আসছিল যার ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনও তথ্য তো ছিলই না, তাদেরকে জবাবদিহি করার মতো কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতাও ছিলনা। পিপিপি একটি উন্নয়নমূলক ধারণা হলেও মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক। সুতরাং এখান থেকে কোনো ধরনের রাজস্ব ছাড় না দিয়ে অধিক আহরণের ওপর জোর দিতে হবে। শুল্কমুক্ত সুবিধা যদি দিতেই হয়, তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে। তবে কোনোভাবেই বিলাসবহুল গাড়ির ক্ষেত্রে নয়। কারণ এসব গাড়ি আমদানির পর অপব্যবহার হয় বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, দেরিতে হলেও সরকার Transfer Pricing আইন প্রনয়স করতে যাচ্ছে যা আগামী ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে চালু হতে যাচ্ছে এবং এটি অর্থ বিল-২০১২ তে সংযুক্ত করা হয়েছে। এলক্ষ্যে এনবিআর ৭০-৮০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ ট্যাক্স পলিসি পুল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে যা সামগ্রিকভাবে ট্রান্সফার প্রাইসিং চর্চা ও কর্মকাণ্ডের উপর একটা শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা আনবে বলে আশা করা যায়, যা মূলত ক্যাপিটাল ফ্লাইট হ্রাস করতে সহায়ক হবে।

আয়োজক সংগঠনসূমহ (বর্ণক্রমানুসারে)

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, আলো, ইক্যুইটিবিডি, উদয়ন বাংলাদেশ, ডোক্যাপ, ডেভলাপমেন্ট সিনার্জি ইনস্টিটিউট, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রান, প্রান্তজন, পাস, প্রাকৃতজন, ভয়েস, সংশপ্তক, হিউম্যানিটি ওয়াচ

ইকুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ

সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি (২য় তলা), সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org